www.xtrapapers.com

M12/1/A1BEN/HP1/BEN/TZ0/XX

22120029

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A1 – HIGHER LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU SUPÉRIEUR – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL SUPERIOR – PRUEBA 1

Thursday 10 May 2012 (morning)
Jeudi 10 mai 2012 (matin)
Jueves 10 de mayo de 2012 (mañana)

2 hours / 2 heures / 2 horas

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only.
- The maximum mark for this examination paper is *[25 marks]*.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est *[25 points]*.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es *[25 puntos]*.

© International Baccalaureate Organization 2012

www.xtrapapers.com

*নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা কর :*

১।

কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল সে। কিছু একটা শব্দ। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। বাতাসের কিংবা ঝরা পাতার শব্দ—কোন কিছুই তার কানে এলো না। এই এতটুকু সময়ের মধ্যেই মাটি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। নিঃশব্দ শিশিরের হিমে স্নান করে বিবর্ণ পাতাগুলো ভিজে। শীতের শেষ বলে সারাদিন ধরে উত্তর দিক থেকে ঝড়ের বেগে বাতাস দিয়েছে—খোলা মাঠ পেয়ে বাতাস হু-হু করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে বেচারির শরীরের সমস্ত উত্তাপ শুষে নিয়ে চলে গেছে। তারপর নতুন করে আবার ঝাপটা এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যার সূচনাতেই বাতাস দু-একবার ডানা ঝটপটানি দিয়ে, শুকনো পাতা ঝরিয়ে একেবারে এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে এসেছে বড় বড় মাঠ, ছিলছিলে পানি-ডোবা, আধ-শুকনো হলদেটে অপরিচিত লতা পাতা, কাঁটা-গুল্মের স্তূপাকার জঙ্গল। ওর চারপাশের কয়েক হাত জায়গা বাদ দিয়ে নিউমোনিয়া রোগীর শ্লেষ্মার মত জমে বসেছে কুয়াশা। সারাদিনের ঝড়ো বাতাসের জায়গায় এসেছে কুয়াশা। সেই কুয়াশা ও বাসি মড়ার মত ফ্যাকাশে জলো অন্ধকারের মধ্যে তার চারপাশে পৃথিবীটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল। কিছু একটা শব্দ। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। বাতাসের কিংবা ঝরা পাতার শব্দ, নিদেনপক্ষে শুকনো পাতার ওপর শিশির পড়ার টপ টপ অথবা কোন ছোট বন্য প্রাণীর চকিত পদধ্বনি। কোন কিছুই তার কানে এলো না। মোটা ছেঁড়া র‍্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে সে এবড়ো খেবড়ো মাটির ওপর, খড়-রঙের ভিজে দূর্বার ওপর দুই কনুই-এর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল।

এখন একমাত্র বক্ষস্পন্দন ছাড়া ওর কাছে শব্দের জগৎ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেলেও, সারাদিন এবং সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত অবশ্য অজস্র শব্দের বিরাম ছিল না। অনেক দূরের কালো পিচঢালা রাস্তা দিয়ে গোঁ-গোঁ করে বাস ট্রাক যাচ্ছিল। ছোট গাড়িগুলির, এমনকি তীক্ষ্ণ হুইশেল বাজিয়ে ঝক ঝক করে যে ট্রেন গেল, তার শব্দও সে পেয়েছে। একরকম সারাদিনই এসব শব্দ সে শুনছে। নির্জন মাঠটিতে বড় ঝোপটার ভিতরে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বক উড়ে গেছে, জোড়ায় জোড়ায় বক উড়ে গেছে, তারপর দেখা গেছে শঙ্খচিল, সকলের শেষে একটি দুটি একাকী পাখি, সবশেষে একটা বিরাট পাখি বিশাল পাখা অনেকক্ষণ পরে পরে নাড়তে নাড়তে, পা দুটি পিছনে ফিরিয়ে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে, সুন্দর মাথাটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে চলে গেছে। সোঁ-সোঁ শব্দ তুলে পরম নিশ্চিন্তে সে আকাশের পুব কোণের দিকে ছোট হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেছে। মাঠের একপ্রান্তে গ্রামটার বাঁশঝাড়ে ছোটবড় অসংখ্য পাখি তখন একসঙ্গে কলরব শুরু করেছে। রাত আর একটু এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ওদের কাউকেই আর দেখা যায় নি। সে তখন শীতে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে র‍্যাপারটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে, পেটের কাছে র‍্যপারের বিরাট ফুটোটা লুঙ্গি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে নিজেকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে। এই অবস্থার মধ্যেও প্রচণ্ড খিদে অনুভব করছে সে। ময়লা ছোট এক টুকরো কাপড়ে বাঁধা মোটা চিঁড়ে বের করে অন্যমনস্কের মত চিবুতে চিবুতে সে ভাবল, হুঁ, অরা ঘুমাইতে গেল।

এরপর অনেকক্ষণ সে আর কিছুই ভাবে নি। একটা খালে জমা পানি অতি সাবধানে কাদা বাঁচিয়ে আঁজলা ভরে তুলে খেয়ে টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করেছে। শীত যখন দুর্দম হয়ে উঠল, মাথা হয়ে উঠল একটা নিরেট বরফের চাঙর, পা দুটি যখন তার অবশ হয়ে এলো, তখনই আহত পশুর মত সে এই শুকনো খালটায় আশ্রয় নিল। কোনরকমে গুটিশুটি মেরে একটু গরম পেতেই আবার ভাবতে পারল সে। সে ভাবল, তাইলে তো রাত অ্যানেক হল্‌ছে। শালো কতক্ষণ হাঁটছি গ—কোতা এ্যালোম তা যি মুটেই ফোম করতে পারছি না। আর শালোর আচ্ছা জাড় বটে!

www.xtrapapers.com

এবার প্রচণ্ড শীতই গেল বলা চলে । শীত এলো যেমন সকাল সকাল, অঘ্রান ভালো করে পড়তে না পড়তেই, তেমনি, তাড়তাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, মাঘের এই শেষদিকেও তার দাঁতের তীক্ষ্নতা একটুও কমে নি । এবারের শীত এসেছিল আগেভাগে । শরতের শেষে গাছের পাতাগুলি মোটা ও হলদেটে হবার উপক্রমেই এবং শীত শীত বাতাসের আমেজ ভালো করে অনুভব না করতেই হুড়মুড় করে জাড়কাল এসে পড়ল । প্রত্যেক বছরের মতই বুড়োরা বলল, জাড় বটে বাপু, জাড় বটে । হাড়কাঁপুনি জাড় ইয়াকেই বলে । এতোটা বয়স হলো, চুলদাড়ি পাকিয়ে ফ্যালালোম, এমুন জাড় কুনদিন দ্যাখলোম না ।

হাসান আজিজুল হক, *নির্বাচিত হাসান আজিজুল হক* (২০০৮)

www.xtrapapers.com

২।

অগ্নিষ্ঠ

একঘেয়ে দুপুরের পথ
ট্রাম বাস পায়ে–গাড়ি বাড়ি দোকান ফেরির ডাকে
সাধারণ রোজকার রোজগারের—কারো নয়, কলকাতার পথ–
দুপুরের অভ্যাসের পাকে
অপিসের ব্যবসার ছেলেদের পড়াশোনা তামাশা কিংবা বুঝি ধর্মঘট
ঝামেলায় হামলায় চোরাই চোলাই একঘেয়ে নরকের অভ্যাসের জট

আকাশে ময়লা বর্ষা গোপন বাজারে
একঘেয়ে, ভাদুরে ঘোলাটে
একঘেয়ে দিন
স্নায়ুর জ্বালায় তবু নেতির আস্তিক আবির্ভাবে
কিসের প্রতীক্ষা তবু কী এ অবসাদ

মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কী বিস্বাদ
—কোথায় জীবনে গান সমুদ্র পর্বত
কোন্ দূরে পাখসাটে
কোথায় বিহঙ্গগুলি
ট্রাম বাস জীপ্ লরি দোকান ফেরির–ডাক
জীবনের স্রোত কোথা প্রত্যহের পাঁকে কাটে
দুপুরের পথ—
কোথায় শ্রাবণধারা আষাঢ়ের গান
আশ্বিনের সূর্যের কোথায় সে শরসন্ধান
তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে–হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে–মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
সূর্যে–সূর্যে মুঠি–মুঠি দিন
উড়িয়ে সোনালি পাখা সমুদ্রের হাসি পাহাড়ের ঘাড়
হেমন্ত আকাশে
ভাসিয়ে শরৎ ঝর্ণা ধানে গানে কিশলয় কাশে
খেতের আষাঢ়–বন্যা সোনালি ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে–ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে

ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পাখির মতো
ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত

www.xtrapapers.com

ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া দুই–দুই কিতারে–কিতারে

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র পর্বত
সূর্যে–সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া ঢলে
নতুন ফসলে,
কাজের বিরস দিন ক'রে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন
ঘরমুখো সন্ধ্যাগুলি সূত্রহীন হংসের বলাকা
আমাদের ছন্নছাড়া স্বরে স্বচ্ছন্দে প্রচুর
ঘরে–ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর?

বিবর্ণ দুপুর জ্বলে উদয়শিখরে ঐকতানে সূর্য–সূর্য অস্তাচলে!

বিষ্ণু দে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৯২)